জনতার কাছে আসমা কিবরিয়ার আকুল আবেদন

"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থান প্রমাণ করুন এবার"

আমি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। আমি একজন চিত্র শিল্পী। শাহ এ এম এস কিবরিয়ার সকল কর্মের নীরব প্রেরণা হয়ে আমি থেকেছি সর্বক্ষণ, কখনো ভাবিনি নৃশংস ঘটনায় সাথী বিহীন হয়ে আমাকে আপনাদের সামনে কোন আহবান জানাতে হবে। অথচ আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের কাছে এই আহবান জানাতে হচ্ছে। নাহলে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি জানি শুধু আমি কেন, দেশজুড়ে ভয়াবহ গ্রেনেড-সন্ত্রাসে নিরপরাধ নিরীহ মানুষ হিসেবে আপনারাও স্বস্তিতে নেই। গ্রেনেড হামলায় নির্মমভাবে নিহত ও আহত সকল ব্যক্তি ও আমার স্বামী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের একটিই শান্তিপূর্ণ ভাষা আমার জানা আছে, সেটা হল সম্মিলিতভাবে রাজপথে বেরিয়ে আসা। তাই আসুন আমরা সকলে আজ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, শুক্রবার বিকাল ৩:০০ টায় যে যেখানেই আছি দলমত নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে রাজপথে নেমে এসে প্রমাণ করি যে-এ ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার আমরা সাধারণ জনগণ চাই এবং এর পুনরাবৃত্তি চাই না। আমার সাথে ঐসময়ে সংহতি প্রকাশ করুন আধ ঘন্টা রাজপথে অবস্থান করে। আমি নিজে ঐদিন সড়ক ৩/এ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকার প্রধান সড়কে অবস্থান করবো। আশা করবো, আমার ক্ষোভ ও বেদনার সাথী হয়ে আপনারাও যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে রাজপথে অবস্থান নেবেন। আমি অনুরোধ জানাই-

সাধারণ মানুষকে	- যাদের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমার স্বামী বিদেশের নিশ্চিন্ত জীবন পায়ে ঠেলে দেশে ফিরে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।
হবিগঞ্জবাসীকে	- যাদের ভালোবাসার টানে বার বার ছুটে গিয়ে জীবন দিলেন তিনি।
সকল মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে	- যে মুক্তিযুদ্ধে একাত্মতা যোগানোর জন্য চাকরি ত্যাগ করে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।
সকল পেশাজীবীদের	- তিনি সরকারী চাকরির সুবাদে ছিলেন আপনাদের একজন দীর্ঘ সময়ের সহকর্মী।
সকল কূটনীতিবিদদের	- যাদের সহকর্মী হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি।
সকল সাংবাদিকদের	- সাংবাদিক হিসেবে মৃদুভাষণের সম্পাদক তো আপনাদেরই একজন।
শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের	- আজীবন বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে গেছেন মৃদুভাষী কিবরিয়া, পরামর্শমূলক লেখনী দিয়ে যিনি উজ্জীবিত করেছেন আপনাদের।
অর্থনীতিবিদদের	- যাদের সাথে নিয়ে তিনি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে মজবুত করতে সচেষ্ট ছিলেন।
ব্যবসায়ীদের	- অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন এমনকি বর্তমান সময়ের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রসারেও যার প্রত্যক্ষ ভূমিকা সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে।
ছাত্র ও যুব সমাজ	- যে ছাত্র ও যুব সমাজ মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ভূমিকা রেখে দেশকে তারই মত আদর্শ দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছে।
সংস্কৃতিসেবীদের	- যিনি ভালোবাসতেন রবীন্দ্র সংগীত, আপনাদের প্রেরণা যোগাতেন নিজ অবস্থান থেকে।

ক্রীড়াবিদ, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, গার্মেন্টস কর্মী সকলকে আহ্বান জানাই আসুন প্রমাণ করি দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শক্তি অনেক বেশী বলবান। এবার আপনার অন্তরের নীরব ক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করুন এভাবেই আমার আহবানে সাড়া দিয়ে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আমার নীরব কান্নার সাথী হতে আপনাদের প্রতি আহবান জানাই। আসুন সবাই একাত্ম হই। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং পরাক্রমের আঘাতকে আমাদের মানবতাবোধ ও বিবেক দিয়ে প্রতিহত করি।